61

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 13 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুয়া শিক্ষক

আত্মসাৎকৃত কয়েকশত কোটি টাকা উদ্ধারের উদ্যোগ

মোড়ল নজরুল ইসলাম ঃ বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ ৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০ হাজার ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত লওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়াছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় ১০০ কোটি টাকা ভুয়া শিক্ষক দেখাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বাগাইয়া লইয়াছে বছরের পর বছর ধরিয়া। ভুয়া শিক্ষকের নামে আত্মসাৎকৃত এই অর্থের হিসাব গ্রহণ সম্ভব হইলে গত ২০ বছরে ভুয়া শিক্ষকের নামে

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আত্মসাৎকৃত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে। সরকারের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কিভাবে উদ্ধার হইবে ইহা এখন প্রশ্ন।

সারা দেশে বর্তমানে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় অন্ততঃ সাড়ে ৩ লক্ষ শিক্ষক রহিয়াছেন। পূর্বে এমপিওভুক্ত প্রতিটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরাসরি বেতনের সরকারী অংশ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি মাত্র চেকের মাধ্যমে প্রদান করার পদ্ধতি বলবৎ ছিল। ফলে যেকোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ভুয়া শিক্ষক দেখাইয়া অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের সুযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস হইতে প্রত্যেক বেসরকারী শিক্ষকের বেতন সংগ্রহণের জন্য ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ প্রদানের পর প্রায় ২ বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে। প্রাপ্ত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী এমপিওভুক্ত মোট বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৯ হাজার ৯৯৭ জন শিক্ষক কোন এ্যাকাউন্ট খোলেন নাই। অর্থাৎ এই শিক্ষকগণের নামে কর্মরত দেখাইয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উত্তোলিত অর্থ আত্মসাৎ করিত। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে ৯২ কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল উক্ত ভুয়া শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ বাবদ। সূত্রমতে এই বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাতের সহিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রভাবশালী লোক এবং প্রধান শিক্ষকসহ ২/১ জন শিক্ষক এই প্রক্রিয়ায় জড়িত রহিয়াছে। জানা যায়, ইতিমধ্যেই শিক্ষা বিভাগ হইতে অর্থ আত্মসাতের সহিত জড়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বরাবরে ভুয়া শিক্ষক দেখাইয়া অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারিলে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলসহ আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়, ভুয়া শিক্ষক দেখাইয়া আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কঠোর পদক্ষেপ নিবে। সরকারী অর্থ আত্মসাতের সহিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ জড়িত নন। গুটিকয়েক লোকের জন্য অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল হইলে অন্য সকল শিক্ষককে রাস্তায় দাঁড়াইতে হইবে এই ভাবিয়া অর্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে নির্দোষ সাধারণ শিক্ষকগণ সহায়তা করিবেন। ইহাছাড়া মন্ত্রণালয় অর্থ আত্মসাতের সহিত জড়িতদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।